The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

# অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের নতুন যুগে বাংলাদেশ

- A Monitor Desk Report Date: 18 October, 2021

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এই প্রথমবারের মতো রাজধানী ঢাকার সাথে কোন সংযোগ ছাড়াই দূরপাল্লার একাধিক নতুন রুটে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চালু হতে যাচ্ছে।

জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং দেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স সম্প্রতি অভ্যন্তরীণ রুটে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ফলে মহামারী পরবর্তী সময়ে অভ্যন্তরীণ পর্যটন এবং ব্যবসায়িক ভ্রমণ সমৃদ্ধের পাশাপাশি বিমান সংস্থাগুলি বিমান চলাচল খাতকে আরও শক্তিশালী করছে।

এরই অংশ হিসেবে গত ৭ অক্টোবর দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উড়োজাহাজ পরিবহন সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সৈয়দপুর থেকে কক্সবাজার সরাসরি ফ্লাইট চালু করে। বিমানের নতুন অভ্যন্তরীণ রুটের প্রথম এই ফ্লাইটটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো মাহবুব আলীর উপস্থিতিতে রেলমন্ত্রী মো নুরুল ইসলাম সুজন সৈয়দপুর বিমানবন্দরে উদ্বোধন করেন।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, তারা সৈয়দপুর থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বৃহস্পতিবার ও শনিবার দুটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে।প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ২০ মিনিটে সৈয়দপুর থেকে কক্সবাজার এবং ৯ অক্টোবর থেকে প্রতি শনিবার দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে কক্সবাজার থেকে সৈয়দপুর ছেড়ে যাবে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের, জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং)মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বাংলাদেশ মনিটরকে বলেন, চলতি বছরের মধ্যেই বিমান যশোর - চট্টগ্রাম অভ্যন্তরীণ রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের আকাশপথে অভ্যন্তরীণ রুটে সরকারি-বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলো যাত্রীসেবা দিয়ে আসছে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে। এ জন্য যশোর থেকে একজন যাত্রীকে ঢাকায় এসে সিলেট বা অন্যান্য রুটের ফ্লাইটের টিকিট কাটতে হয়। তবে দীর্ঘদিনের এই রীতি ভাঙতে যাচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। এরই অংশ হিসেবে সিলেট থেকে কক্সবাজারেও সরাসরি ফ্লাইট চালু করবে বিমান বাংলাদেশ। সালাহউদ্দিন বলেন,"মহামারী পরবর্তী যুগে, চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করছি|"

অপরদিকে, যশোর থেকে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার রুটে ফ্লাইট চালু করেছে বেসরকারি এয়ারলাইন্স ইউএস-বাংলা। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সকালে যশোর বিমানবন্দর থেকে এই দুই রুটের ফ্লাইট উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী।
সপ্তাহের রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার যশোর থেকে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করবে ইউএস বাংলার ফ্লাইট। একই দিন বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যশোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে ফ্লাইটগুলো।
তাছাড়া, কক্সবাজার রুটে সপ্তাহে চারদিন শনি, সোম, বুধ ও শুক্রবার দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে যশোর থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ফ্লাইট ছেড়ে যাবে। একই দিন কক্সবাজার থেকে বিকাল ৩টা ২৫ মিনিটে যশোরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে।
উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী বলেন, যশোর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের ব্যবসা, পর্যটন ও শিল্পকে সম্প্রসারণ করতে এই ফ্লাইটগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা চাই এয়ারলাইন্সগুলো দেশের গন্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর সব দেশে বাংলাদেশের পতাকাবহন করে ফ্লাইট পরিচালনা করুক।

**অব্যবহৃত ছয়টি বিমানবন্দর পুনরায় চালু করার আহ্বান জোরালো হচ্ছে**

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, আকাশপথে আন্তর্জাতিক রুটের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ রুটের যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়কপথে যানজট, ফেরিঘাটে দুর্ভোগ, ট্রেনের টিকিটের সংকট ও নৌপথে নাব্যতা-সংকটের কারণে যাত্রীরা আকাশপথকে বেছে নিচ্ছেন। এ ছাড়া দেশের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ায় আকাশপথে টিকিটের চাহিদা বাড়ছে। বিভিন্ন বেসরকারি বিমান সংস্থাও দিন দিন ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এসব বিষয় চিন্তা করে অভ্যন্তরীণ রুটে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ফ্লাইট পরিচালনা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমান সংস্থাগুলি।

ব্রিটিশ শাসনামলে পাবনার ইশ্বরদী, ঠাকুরগাঁও, মৌলভীবাজারের শমশেরনগর, কুমিল্লা, বগুরা ও লালমনিরহাটে যথাক্রমে ছয়টি বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়।কম চাহিদা এবং যাত্রী সংকটের কারণে বিমানবন্দরগুলি পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, এভিয়েশন সেক্টরের স্টেকহোল্ডাররা জানিয়েছেন।
পাবনা-৪ (আটঘরিয়া-ইশ্বরদী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মনজুর রহমান বিশ্বাস বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের কারণে ইশ্বরদী বিমানবন্দরকে ঘিরে একটি নতুন সম্ভাবনার উদ্ভব হয়েছে।
হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের মানুষকে বিমান ভ্রমণের জন্য সিলেট বিমানবন্দর ব্যবহার করতে হচ্ছে। এর জন্য বেশি সময় এবং শক্তি প্রয়োজন। শমশেরনগর বিমানবন্দর পুনরায় চালু হলে এই মানুষগুলো অনেক উপকৃত হবে বলে জানান মৌলভীবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক সভাপতি এম এ আহাদ।
কুমিল্লা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মাসুদ পারভেজ খান বলেন, কুমিল্লা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এখানে একটি বিমানবন্দর-সংলগ্ন ই পি জেড আছে। তবে এয়ার কানেক্টিভিটির অভাবে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসছে না এবং ইপিজেড কোনো কাজে আসছে না।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স'র হেড অফ মার্কেটিং শফিকুল ইসলাম বলেন, তারা দেশের অব্যবহৃত বিমানবন্দরগুলি পুনরায় চালু করার জন্য সিভিল এভিয়েশন অথরিটিকে বারবার অনুরোধ করেছেন যাতে এই বিমানবন্দর গুলো থেকেও ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা যায়।
"সিভিল এভিয়েশন অথরিটি যদি ইশ্বরদী বিমানবন্দরের রানওয়ে মাত্র ৫০০ মিটার বাড়িয়ে দেয় তাহলে আমরা এই বিমানবন্দর থেকে ATR 72-600 এর মতো ছোট বিমানের মাধ্যমে বিমান চলাচল পরিচালনা করতে পারি," তিনি দাবি করেন, এই রুটে বিমানের প্রচুর চাহিদা রয়েছে যা কাজে লাগানো যাচ্ছে না ।

বিমানের জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং)মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন  বলেন,  সিভিল এভিয়েশন অথরিটির সিদ্ধান্ত ব্যাতিরেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স  ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা করতে পারে না।অপরদিকে অব্যবহৃত বিমানবন্দরগুলো ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো: মাহবুব আলী বলেন, “ঢাকা বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনালর কাজ চলছে। এছাড়াও, কক্সবাজার, সৈয়দপুর এবং যশোর বিমানবন্দরের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এই কাজগুলো শেষে আমরা অব্যবহৃত বিমানবন্দরগুলি পুনরায় চালু করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করব।"